শনিবার, ২৮ বৈশাখ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৩৬

## মারণরোগ নির্মূলে মুখ্যমন্ত্রীর সময়োচিত আহ্বান

ক্যানসার, সুগার বা কিডনি জনিত রোগ যে কী ভয়ঙ্কর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এরাজ্য সহ সারাদেশে প্রতিবছর এধরনের মারণরোগগুলিতে মৃতের সংখ্যা হাজার হাজার। অবশ্যই এ ধরনের রোগ নিরাময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞান নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত এই মারণ রোগে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। তাছাড়া কোনও কোনও ক্ষেত্রে কিছু বিধান থাকলেও তা এত ব্যয়সাধ্য যে সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই বিশাল খরচ বহন করা সম্ভবপর নয়। এই প্রেক্ষাপটেই বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্যানসার সুগার, কিডনি বদল নিয়ে আরও গবেষণার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এই আহ্বান অত্যন্ত সময়োচিত এবং জরুরি। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং চিকিৎসকরা রাজ্যের গর্ব, তাই সেই বিশ্বাস ও ভরসা থাকার কারণে এ রাজ্যে ক্যানসার, সুগার, কিডনি বদলের মতো গুরুত্বপূর্ণ রোগগুলিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে গবেষণা শুরু করা দরকার। তারজন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোগত সাহায্য রাজ্য সরকার করতে পারে বলে তিনি জানান। তার এই বক্তব্য নিশ্চয়ই গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং চিকিৎসকদের উৎসাহিত করবে। এই গবেষনা অত্যন্ত জরুরি।

## অমৃত কথা

**দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ**

আজ ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার, অগ্রহায়ণ চতুর্থী, ১৮৪ ডিসেম্বর ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ। 'দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের ভক্তি ও বৈরাগ্যের কথায় তিনি তাঁহার প্রশংসা করিতেছেন। রাখালাদি ছোকরা ভক্তদের দেখিয়া বলিতেছেন, তিনি ভাল লোক; কিন্তু যাঁরা সংসারে না ঢুকিয়া ছেলেবেলা থেকে শুকদেবাদির মত অহর্নিশি ঈশ্বরের চিন্তা করে, কৌমার বৈরাগ্যবান, তারা ধন্য!

''সংসারী লোকদের একটা না একটা কামনা বাসনা থাকে। এদিকে ভক্তিও বেশ দেখা যায়। সেজোবাবু কি একটা মোকদ্দমায় পড়েছিল—মা কালীর কাছে, আমায় বলছে, বাবা, এই অর্থাটি মাকে দাও তো—আমি উদার মনে দিলাম।''

''রতির মার এদিকে কত ভক্তি! প্রায় এসে কত সেবা। রতির মা বৈষ্ণবী। কিছুদিন পরে যেই দেখলে আমি মা কালীর প্রসাদ খাই—অমনি আর এলো না! একঘেয়ে! লোককে দেখলে পথম চেনা যায় না।''

কিন্তু কেমন বিশ্বাস যে আমি দিলেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর পূর্বদিকের দরজার নিকট বসিয়া আছেন। শীতকাল, গায়ে মোলস্কিন-এর ব্যাপার। হঠাৎ সূর্যদর্শন ও সমাধিস্থ। নিমেষ-শূন্য! বাহ্য শূন্য!

এই কি গায়ত্রী মন্ত্রের সার্থকতা—''তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহী''?

অনেকক্ষণ পরে ভঙ্গ হইল। রাখাল, হাজরা, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে বসিয়া আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)—সমাধি, ভাব, প্রেমের বটে। ও দেশে (শ্যামবাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্ত্তন হচ্ছিল—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণ দর্শন করে **সমাধিস্থ** হলাম! বোধ হল আমার লিঙ্গ শরীর (সূক্ষ্ম শরীর) শ্রীকৃষ্ণের পায় পায় বেড়াচ্ছে!

''জোড়াসাঁকো হরিসভায় ঐরূপ কীর্ত্তনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশূন্য। সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।''

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তর ঐ গোপী প্রেমেরই কথা বলিতেছেন।

(মণি প্রভৃতির প্রতি)--''গোপীদের ঐ টানটুকু নিতে হয়!

''এই সব গান গাইরে'—''

**সখি, সে বন কতদূর!**

(যেখানে আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি!)

## দিনপঞ্জিকা

**২৮ বৈশাখ**, ভাঃ ২২ বৈশাখ, **১২ মে**, ২৮ বহাগ, সংবৎ ১২ জ্যৈষ্ঠ বদি, ২৫ শাবান। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।০২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।০৫। **শনিবার**, দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৮।৩১ মিঃ। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ১১।২৭ মিঃ। বিষ্কম্ভযোগ দিবা ঘ ১০।৩১ মিঃ। কৌলবকরণ, দিবা ঘ ৮।৩১ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ৮।৩১ গতে গড়করণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ১১।২৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**—দ্বিপাদদোষ রাত্রি ঘ ৮।৩১ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী— নৈঋর্তে**, রাত্রি ঘ ৮।৩১ গতে দক্ষিণে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪০ মধ্যে ও ১।১১ গতে ২।৪৯ মধ্যে ও ৪।২৭ গতে ৬।০৫ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।২৭ মধ্যে ও ৩।৪০ গতে ৫।০২ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, দিবা ঘ ১১।২৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।২৭ গতে পুনঃ যাত্রা নাই, রাত্রি ঘ ৭।২৭ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নৈঋর্তে ও অগ্নিকোণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৮।৩১ গতে মাত্র পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪০ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। **শুভকর্ম্ম**--**বিবাহ—রাত্রি ঘ ১০।৩৭ গতে ১।৫৭ মধ্যে মকর ও কুম্ভ লগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ**—দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। পূর্ব্বাষ্টু ঘ ৯।২৩ মধ্যে একাদশীর পারণ **নদিয়া জেলার শিকারপুর গ্রামে শ্রী ঈশ্বর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর তিরোভাবোৎসব** (বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশী)। **আন্তর্জাতিক নার্স দিবস** (১২মে,) **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৯।২২ গতে ১২।৫১ মধ্যে রাত্রি ঘ ৮।১৬ গতে ১০।২৭ মধ্যে ১১।৫৬ গতে ১।৫২ মধ্যে ও ২।০৩ গতে ৩।৩৩ মধ্যে।

## মুসলিম পঞ্জিকা

**২৮ বৈশাখ**, ভাঃ ২২ বৈশাখ, **১২ মে**, ২৫ শাবান, ২৮ বহাগ উঃ ৫।০১, অঃ ৬।০৪, **শনিবার**, দ্বাদশী রা ঘ ৮।৩০ মিঃ, সেহরী শেষ ৩।৩০, ইফ্তার ৬।১৩।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

# আজকের এই অশান্ত বিভ্রান্ত যুব জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা

**শিবপ্রসাদ চৌধুরী**

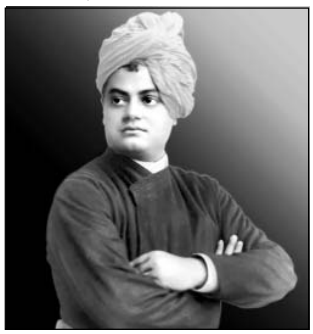

গুপ্তযুগকে যেমন বাংলার ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলা হয়, তেমনই মানবজীবনের যৌবনকাল মানে স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন বোনার সময়। যৌবন মানে প্রাণশক্তিতে ভরপুর উচ্ছল আনন্দময়। বিভিন্ন সময়ে এই যৌবনই সভ্যতার চাকাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যাবতীয় অন্যায়, অনাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে এই যৌবনই। প্রত্যেক দেশ এবং জাতীর ধারক-বাহক এবং রক্ষকও বলা যায় এই যুব-যৌবনকে। যুবসমাজকে আমাদের দেশেও জীবন বিপন্ন করে ত্যাগ এবং তিতিক্ষার দ্বারা সমাজের নানা সংস্কারমূলক কাজও দেশ মাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের কাছে আত্মনিয়োগ করতে দেখা গেছে। আদর্শে অবিচল থেকে নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তাঁরা। জীবনের সুখ সম্ভোগ ছেড়ে,এমনকি হাসির মঞ্চেও তাঁরা আত্ম-বলিদান দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই যুবকসমাজ যেন আজ দিশাহীন, পথভষ্ট। হয় এককেন্দ্রিকতা কিংবা হতাশাগ্রস্থ নতুবা স্বেচ্ছাচারিতার শিকার। আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হতাশাকে ঢাকা দেওয়া বা বেপরোয়া জীবনযাপনের জন্য তাঁরা অন্ধকার জগতের কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন বা নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ছেন। কেন এমনটা হল? এই ভোগনন্দীসম দুনিয়ায় একশ্রেণির মানুষ সমাজের শতকরা ৮০ ভাগ সম্পদ ভোগ করছে। তাদের সংখ্যা মাত্র ২০ শতাংশ। পুঁজির পাহাড় জমানোর জন্য, আরো আরো চাহিদায় তারা বিলাস দ্রব্যের প্রসার সাজিয়ে বাজার দখল করছে। কালো বাজারি, প্রযুক্তির কৌশলে বা নানা কৌশলে গরিবকে আরো বেশি গরিব করা হচ্ছে। দেশ ও জাতির মেরুদন্ড যুব সমাজকে পঙ্গু করার জন্য নানান কৌশল চালানো হচ্ছে। দেশ, সরকার, পুলিশ, প্রশাসনকে নানাভাবে নানা কৌশলে কবায়ত্ত করার চেষ্টা করছে। সমাজ এগিয়ে চলেছে। দেশ এগিয়ে চলেছে। কিন্তু কোথাও যেন ছন্দের অভাব। এক চরম অশান্তি যেন গ্রাস করেছে সকলকে।

আশার কথা, আমাদের দেশে বিশেষত পশ্চিমবাংলার এই অশান্ত ও বিভ্রান্ত পরিমন্ডলের যুবকরা আজও স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। শবদাহ সৎকারে শ্মশানে যান। আজও আমাদের গর্ব, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীতে তাঁরা গভীরভাবে আকৃষ্ট হন, অনুপ্রাণিত হন। একসময় আমাদের দেশের জাতীয় জাগরণ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুব জীবনের মূল প্রেরণা ও চেতনা ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই যুবকরা আজও দেশ ও সমাজ গঠনের কাজে সঙ্ঘবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁদের ডাক দেবেন কে? পথ দেখাবেন কে? তাঁদের ডাক দেবার জন্য দরকার ত্যাগব্রতী জীবন। আমাদের এই মহান দেশে অনেক মহাপুরুষের আগমন হয়েছে। মানুষের উন্নতি ও কল্যাণস্বার্থে নানা পথ দেখিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দ এরকমই একজন আদর্শ পুরুষ। যিনি একজন অশান্ত ধর্মবোধের সাথে জীবন গঠন করার কথা বলেছেন। তিনি আমাদের সামনে, সর্বকালের যুবদের এবং সমগ্র দেশের সামনে যে চারটি অশ্রান্ত মূল মন্ত্র তুলে ধরেছেন, তা হল—শ্রদ্ধাবান হও; বীর্যবান হও; আজ্ঞজ্ঞান লাভ করো এবং পরহিতায় জীবনপাত করো। তিনি বলেছেন, নিজে হও এবং আরো একজনকে তৈরি কর।

বলতে দ্বিধা নেই, আজকের দিনে আমরা নিজেরাই তৈরি হই না, আর একজনকে তৈরি করব কোথা থেকে? স্কুল-কলেজে সর্বত্রই অনাস্থা, অবিশ্বাস এবং হতাশার চিহ্ন। ছাত্রশিক্ষায় কোনও আগ্নিক নৈকট্য নেই। ছাত্ররা জানে না নিত্য-নৈমিত্তিক লেখা পড়ার বাইরেও তাদের অনেকটা পাওয়ার আছে। আজ যে কোনও দিকে তাকালে দেখা যায়, সর্বত্রই নৈরাজ্য বা অরাজকতা। শিক্ষার ভিত্তি অপসারিত হচ্ছে সমাজ থেকে। গতানুগতিক ধাঁচে শিক্ষা গ্রহণ শুধুমাত্র চাকুরি বা রোজগারের জন্য। শিক্ষকের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের ভালোবাসার মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এই দূরত্ব ক্রমশ বড় থেকে আরও বড়ো হচ্ছে। আশ্চর্যজনকভাবে আমরা তা স্বীকার করতে রাজী নই। যেন তেন প্রকারে পরিসংখ্যানে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। আমরা কেউই চোখ মেলে দেখতে চাই না, এক অতল গহ্বরের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হচ্ছি আমরা।

রাস্তায় রাস্তায় যখন ছাত্র বিক্ষোভ দেখি, যুব বিক্ষোভ দেখি, তখন বলি, সমাজটা গোল্লায় যেতে বসেছে। কখনও বিবেকের দর্পণে নিজেদের কলঙ্কিত মুখগুলি দেখি না। একবারও কি ভেবে দেখেছি, আমরাই সমাজকে এই জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছি! নতুন প্রজন্মের কাছে কী ধারণা তুলে ধরতে পেরেছি, যে তারা উদ্বুদ্ধ হবে, প্রেরণা পাবে? ভালোবাসা, প্রেম, প্রীতি কথাগুলি আজ যেন অভিধানেই সীমাবদ্ধ। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তাঁর এক গুরুভাইকে বলেছিলেন, --'আমি ঈশ্বর পেয়েছি কি পাইনি জানি না, আমি ঈশ্বর পাব কি পাব না তাও জানি না, কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি, আমার হৃদয়টা খুব বড়ো হয়ে গেছে, আমি মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছি।'

এই যে মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্য ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা, এই হল সবকিছুর মূল। আমরা যদি পরস্পরকে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ করতে না পারি তাহলে যে কোনো নীতিবাক্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভালোবাসার জলন্তবিগ্রহ। যিনি মানুষকে ভালোবাসার জন্য, মানুষের জীবনযন্ত্রণা উপলব্ধি করার জন্য সারা ভারতবর্ষ প্রায় অনাহারে, অর্দ্ধাহারে পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন। হতাশায় জর্জরিত যুব সমাজের সামনে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল। আমরা যদি তাকে অনুসরণ করতে পারি তাহলে দেখবো আমরাও দুর্জয় প্রাণের শক্তিতে অপরকে ভালোবেসে জীবনপাত করব। এই ভালোবাসার অভাবেই আজকের দিনে যা কিছু সংকট।

স্বামীজী যখন বিশ্বজয়ী ঝড়ের গতিতে ইউরোপ ভ্রমণ করছেন, তখন এক ফরাসী মহিলার প্রশ্নের উত্তরে ধর্মের যা ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা হল--'ক্ষুদ্র আমাদের জীবন। সামান্য আমাদের জীবন। একটি মানুষের কিবা মূল্য তার? কিন্তু এই তুচ্ছ জীবনপাত ক্ষুধার্ত দুর করতে পারে, যদি এই ক্ষুদ্র জীবন দান করে একটি মানুষের বুক ভরা হতাশা দুর করে যদি তাকে আনন্দ দিতে পারি তাহলে আমাদের সার্থক জীবন, আমাদের ধর্ম পালন সার্থক।' তাঁর চোখে ধর্ম মানে 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়।' আমরা কেউ নিজের জন্য বাঁচি না, বাঁচি অপরের জন্য। যে শুধু নিজের জন্য বাঁচে তার সঙ্গে একটা পশু-জীবনের কোনও পার্থক্য নেই। স্বামীজী শেখালেন মানুষ হয়ে ওঠার ধর্ম।

প্রাসঙ্গিকভাবে রূঢ় হলেও বাস্তবে একটি প্রশ্ন সামনে বারবার ভেসে আসে, কেন আমরা বিবেকানন্দকে যুব জীবনের প্রতিভূ বলে মেনে নেব? কী তাঁর আদর্শ, যার মধ্যে নিহিত আছে সমস্ত ভারত চেতনার বীজ?

এই পটভূমিকায় তিনি প্রাসঙ্গিক কারণ, তিনি বলতে পারেন--'আমি এমন কোনও ধর্মে বা ধর্মে বিশ্বাস করি না যে বিধবার অশ্রু মোচনে অসমর্থ, কিংবা কোনো পিতৃ-মাতৃহীনের মুখে একটুকরো রুটি তুলে ধরতে অপারগ।'

আজকের যুব সম্প্রদায় তাঁর কাছ থেকে কী পাবে? শুধুই কি ধর্মীয় বাণী? একেবারেই না। আমরা দেখেছি, স্বামীজীর ধর্ম সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ মানবপ্রেমের উপর নির্ভরশীল। তা দৃঢ় সত্যের উপরপ্রতিষ্ঠিত। এখানে তাঁর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে--'যে মাকে সত্য পুজা করতে পারে না, সে কখনো বড় হতে পারে না।' এই মা আমাদের গর্ভধারিণী মা, জগদ্ধাত্রী মা, তন্ত্রানাদায়িনী মা। এই মায়ের প্রতি ভালোবাসাই সম্পসারিত করলে আমাদের মানববোধ মানুষকে ভালোবাসার সাথে সাথে তাদের নিজেদের অন্তরের শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে শুভ চেতনায় উজ্জীবিত করবে, লক্ষ স্থির করবে। অদম্য ইচ্ছা শক্তিই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

পরিশেষে বলা যায়, আজকের দিনে যাঁরা সমাজসেবী, সমাজকর্মী, সমাজের নেতা-নেত্রী, তাঁদেরও নিজেদের সংকীর্ণ গন্ডির বাইরে ব্যক্তিস্বার্থের কথা না ভেবে বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভাবতে হবে।

নির্দিষ্ট আদর্শের দিকে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব তাঁদের নেওয়া দরকার। যুব সমাজের এই অফুরন্ত প্রাণশক্তিকে ব্যক্তিগত স্বার্থে বা কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কাজে লাগানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কর্মহীন, বেকার জীবনের জ্বালায় জর্জরিত যুবকদের কিছু পাইয়ে দেবার প্রলোভন দেখিয়ে কাজে না লাগিয়ে তাদের সামনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা আদর্শকে উপস্থিত করতে হবে।

বৃহত্তর স্বার্থে উদারতা দেখাতে হবে। যুব সমাজকে পঙ্গু করার জন্য যে কুচক্রিরা থাবা বসাচ্ছে তাঁদের নখ দন্তগুলি উপরে ফেলতে পারে, এই যুবদের যদি তাঁদের আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ত্যাগ, ন্যায় ও সত্যের সন্ধান দেওয়া যায়। আর এই সন্ধান দিয়েছেন বিশ্বজয়ী বীর যুবনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ, তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

# যোজনা ডায়েরি

**(২১ নভেম্বর–২০ ডিসেম্বর, ২০১৭)**

**পর্ব ১২**

**অর্থনীতি**

● **'ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিয়োরেন্স'-এর খসড়া বিল :**

ব্যাঙ্কে জমানো টাকা আরও সুরক্ষিত রাখতে নতুন আইন আনার তোড়জোড় করছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক। বড়ো মাপের কোনও ব্যাঙ্ক কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হওয়ায় যাতে দেশের অর্থনীতি নড়বড়ে না হয়, তা নিশ্চিত করাই এই বিলের উদ্দেশ্য। ২০০৮ সালে আমেরিকায় নামী ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্ক লেম্যান ব্রাদার্স দেউলিয়া হওয়া রুখতে চায় কেন্দ্র। নতুন আইনে জোর দেওয়া হচ্ছে দেউলিয়া হওয়া আটকানোর উপরেই। অর্থাৎ, ব্যাঙ্ক যাতে দেউলিয়া না হয়, সেদিকেই গোড়ায় নজর দেওয়া হবে। ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন অ্যান্ড ডিপোজিট ইনসিয়োরেন্স (২০১৭)-এর খসড়া বিলে ফিনান্সিয়াল রিজলিউশন কর্পোরেশন (এফআরসি) তৈরির কথা বলা হয়েছে। আর্থিক স্বাস্থ্য বিচার করে তারাই বলবে ব্যাঙ্ক বিপদসীমার কাছে কি না। সেক্ষেত্রে প্রথমে সরকার হস্তক্ষেপ করবে। তার পরেও দেউলিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে গেলে, তবেই 'বেইল-ইন' করার প্রশ্ন উঠবে।

● **বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত দ্বিতীয় দফার ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব :**

একশো দিনের কাজে আরও বরাদ্দ বৃদ্ধি করল কেন্দ্র সরকার। গত ১৯ ডিসেম্বর সংসদে বাজেটের বাইরে অতিরিক্ত দ্বিতীয় দফার ব্যয়বরাদ্দ প্রস্তাব পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। অর্থমন্ত্রী মোট ৬৬,১১৩ কোটি টাকার অতিরিক্ত ব্যয়বরাদ্দ করছেন, যার মধ্যে ৪,৮০০ কোটি একশো দিনের কাজের প্রকল্পে। গরিববদের বাড়িতে বিদ্যুৎসংযোগ দিতে নতুন সাজে চালু হওয়া 'প্রধানমন্ত্রী সহজ বিজলি হর ঘর যোজনা'-র জন্যও প্রায় ১,০৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাড়তি খরচের প্রায় অর্ধেকটাই আসবে বিভিন্ন মমুক্ত ও দপ্তর থেকে। চাষি ও গ্রামাঞ্চলের ব্যবসায়ীদের জন্য বাড়তি ঋণের বন্দোবস্ত করতে আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কে ২১২ কোটি ঢালছে কেন্দ্র। তিনটি রাষ্ট্রায়ত্ত সার কারখানার ঋণ, সুদ মুকুব ও সার পরিবহণে ভরতুকির জন্যও বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২০,৫০০ কোটি।

● **উর্ধ্বমুখী বৃদ্ধির হার :**

পর পর ৫-টি কোয়ার্টার্সে ধস নামার পর কিছুটা উর্ধ্বমুখী হল দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার। সেপ্টেম্বর শেষ হওয়া কোয়ার্টার্সে সেই হার দাঁড়িয়েছে ৬.৩ শতাংশ। এপ্রিল থেকে জুনে, তার আগের কোয়ার্টারে এই হার ছিল ৫.৭ শতাংশ। যা গত তিন বছরে সবচেয়ে কম। ২০১৬-'১৭ অর্থবর্ষের ৪-টি কোয়ার্টারেই GDS-র হার পড়ে। গত ৫ বছরে গড় বৃদ্ধির হারের পরিসংখ্যান বলছে, ২০১২-'১৩ সালে তা ছিল ৫.৬ শতাংশ, ২০১৩-'১৪-এ ৬.৬ শতাংশ, ২০১৪-'১৫-এ ৭.২ শতাংশ, ২০১৫-'১৬-এ ৭.৯ শতাংশ আর গত অর্থবর্ষে (২০১৬-'১৭) তা ছিল ৭.১ শতাংশ যদিও মুডিজ রেটিং-এর পূর্বাভাস, আগামী অর্থবর্ষে গড় বৃদ্ধির হার ৭.৫ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াবে। আর গোল্ডম্যান সাক্সের অনুমান, তা হবে ৮ শতাংশ।

● **ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার ইতিবাচক, বলছে রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট :**

রাষ্ট্রপুঞ্জের এক রিপোর্টে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (GDS) ইতিবাচক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক সিচুয়েশন প্রসপেক্টস' শীর্ষক ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০১৮-এ ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার হবে ৭.২ শতাংশ ও ২০১৯-এ তা হবে ৭.৪ শতাংশ। পাশাপাশি, নোট বাতিল এবং জিএসটি-র প্রভাব নিয়েও ইতিবাচক মন্তব্য করা হয়েছে রিপোর্টটিতে। গোটা বিশ্বের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের আর্থিক ব্যবস্থার যে পরিকাঠামোগত সংস্কার কেন্দ্র সরকার করেছে, তাতে বিনিয়োগ তো বেড়েছেই, সাধারণ মানুষও নিজের জন্য মুক্তহস্তে খরচ করতে পারছেন। এর ফলেই আগামী বছর বৃদ্ধির হার বাড়তে পারে। পাশাপাশি, আগামী বছর ভারতের রাজস্ব ঘাটতি ৩.২ শতাংশে থাকবে বলে রাষ্ট্রপুঞ্জের ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

● **মিনারেল ওয়াটার বিক্রি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় :**

সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য (এমআরপি)-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করতে পারবে হোটেল, রেস্তোরাঁ বা মাল্টিপ্লেক্স কর্তৃপক্ষ। গত ১২ ডিসেম্বর এমনই রায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতে একটি হলফনামায় কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এমআরপি-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করলে আইনভঙ্গকারীর জরিমানা বা জেল দুটোই হতে পারে। তবে সেই মামলার শুনানিতে শীর্ষ আদলতের বিচারপতি রোহিংটন এফ. নরিমানের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, হোটেল, রেস্তোরাঁ বা মাল্টিপ্লেক্সগুলি এমআরপি-র বেশি দামে মিনারেল ওয়াটার বিক্রি করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে পারবে না কেন্দ্রীয় সরকার। সেক্ষেত্রে পরিমাপ আইনের আওতায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও কোনও মামলা রুজু করতে পারবে না সরকার। **ক্রমশ**

## সম্পাদক সমীপেষু

### ভারতই ক্রিকেটকে শাসন করছে

বর্তমানে ক্রিকেট খেলায় আমাদের দেশ ভারত শাসন করছে সমগ্র ক্রিকেটমহলকে। একের পর এক দেশের বিরুদ্ধে খেলছে। তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমে জয়টাকে ছিনিয়ে আনছে। দেশে ও বিদেশের মাটিতে গিয়েও নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দ্বি করে তুলছে। একটা সময় বিদেশের কোনও একটা দল বলেছিল, ভারত এসেছে স্টেট ম্যাচ খেলতে, যাদের সাথে খেলে কোনো মজা পাওয়া যায় না, আজ তারা কী ভাবছে? তারা আজ বলতে বাধ্য হচ্ছে, ভারতের সাথে খেলে জিততে পারবো তো? কারণ বর্তমানে ভারতই ক্রিকেটদুনিয়াকে শাসন করছে।

**প্রবীর মিত্র**
**হাওড়া**

**উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।**
**সম্পাদক**

## পাঠকের দরবারে

**উন্নয়ন ও সমস্যা**

*চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দফতর।*

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

**মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়**